তারিখ ২৯ AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭

যুগান্তর

রাজীব কুমার সরকার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সুস্থ দেহে সুস্থ মন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের সমন্বয়েই স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব। শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সূতিকাগার হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুর মন ও দেহের যেন সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ইতিমধ্যে সাফল্যের মুখ দেখেছে। এর পাশাপাশি মিড-ডে মিল অর্থাৎ দুপুরের খাবার প্রবর্তনও জরুরি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন— এ তিন পক্ষের উদ্যোগে সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশের ৯২ উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম ওজনের বিস্কুটের প্যাকেট দেয়া হয়, যা পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক প্রতিবেদনে এ কার্যক্রমের সুফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও সময়মতো স্কুলে উপস্থিত হতে উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করে ইত্যাদি। এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত স্কুলগুলোয় স্কুল ফিডিংবহির্ভূত স্কুলগুলোর তুলনায় উপস্থিতির হার বেশি। দেখা গেছে, স্কুল ফিডিং এলাকার শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করছে।

এখন সময় হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় মিড-ডে মিল অর্থাৎ দুপুরের খাবার নিশ্চিত করা। এটি মূলত প্রযোজ্য তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে ২টা পর্যন্ত বিরতিতে তারা এ খাবার গ্রহণ করবে। সরকারি বা ব্যক্তিগত অর্থায়নে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য মিড-ডে মিল স্থায়ী করা সম্ভব নয়, সাময়িকভাবে এটি চলতে পারে। এটি স্থায়ী করা সম্ভব নিজস্ব উদ্যোগেই, যদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারে।

বস্তুত ইতিবাচক মনোভাব থাকলে তবেই মিড-ডে মিল চালু করা সম্ভব। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে— বিদ্যালয়গামী সন্তানটি যদি দুপুরে বাড়িতে অবস্থান করত, তবে সে নিশ্চয়ই দুপুরে খাবার গ্রহণ করত, না খেয়ে থাকত না। এ খাবারটি যদি তাকে টিফিন বক্সে দিয়ে দেয়া হয়, তবে স্কুলের বিরতিতে সে খেতে পারে। এমন নয় যে, ভূরিভোজের আয়োজন থাকতে হবে। খিচুড়ি, ভাত, সবজি, ডাল, ডিম, কলা, পাউরুটি, বিস্কুট— সামর্থ্য অনুযায়ী অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য মিড-ডে মিল তৈরি করে দিতে পারেন। বিদ্যমান অবস্থায় দেখা

যায়, কোনো কোনো শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে আসে, কেউ কেউ টাকা দিয়ে বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত দোকান থেকে অস্বাস্থ্যকর খাবার কিনে খায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার তাদের সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরি, তাহলে সহজেই মিড-ডে মিল চালু করা সম্ভব।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সব এলাকার অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একরকম নয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এলাকার বিত্তবান ব্যক্তিদের সহায়তা নিয়ে অতি দরিদ্র অভিভাবকদের পাশে দাঁড়াতে পারে। তবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে হতদরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং এমন অভিভাবক হয়ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, যিনি তার বিদ্যালয়গামী সন্তানের জন্য ন্যূনতম খাবার নিশ্চিত করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজে না খেয়ে হলেও সন্তানকে খাওয়ান— এটিই আবহমানকাল ধরে চলে আসা বাংলার মায়েদের ঐতিহ্য। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও বিত্তবানরা বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন। এর পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে যদি টিফিন বক্স তুলে দেয়া যায়, তবে মিড-ডে মিল কার্যক্রম গতিশীল হবে।

শৈশবে যদি সুষম ও পুষ্টিকর খাবার থেকে কেউ বঞ্চিত হয়, তবে সারাজীবন এর বিরূপ প্রভাব তাকে বয়ে বেড়াতে হয়। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য চাই সুস্থ প্রজন্ম— শারীরিক ও মানসিকভাবে যারা হবে স্বাস্থ্যবান। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল নিশ্চিত করা গেলে শিশুরা শারীরিকভাবে সবল ও মানসিকভাবে উৎফুল্ল থাকবে, যা পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করবে, যা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে হবে অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুখী, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমাদের প্রয়োজন সুস্থ, শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান প্রজন্ম। এমন প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাইলে প্রাথমিক স্তরেই তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় মিড-ডে মিল ব্যবস্থা প্রবর্তন তাই জরুরি।

রাজীব কুমার সরকার : *জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা*